পাঠক ফোরাম

একটি শোকগাথা

নিরপরাধ সনি সেদিন ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি মৃত্যুর হিমশীতল থাবা তাকে গ্রাস করতে আসছে। মাত্র একটি বুলেট। বাবা-মায়ের বুক শূন্য করে চলে গেলো। কোন সান্ত্বনায় আমরা এ শোক সামলাবো জানি না। সন্ত্রাসের নিষ্ঠুর আঘাতে ঝরে পড়ছে নিষ্পাপ ফুলগুলো। কার কাছে বিচার চাইবো? কে বিচার করবে এ হায়েনাদের? আদৌ কি বিচার হবে তাদের? জানি কোনোদিন হবে না। আমাদের শোকাহত দীর্ঘশ্বাস আর হাহাকার শূন্যে মেলাবে। হায়রে! দেশ! মা-মণি সাবিকুন নাহার সনি। তুমি শান্তিতে থেকো।

মিলি চৌধুরী, সোনালী ব্যাংক নিউ মার্কেট শাখা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

ক্রনিয়ের জন্য ভালোবাসা

বিটিভির খবরের একেবারে শেষদিকে প্রচার করা হলো তার মৃত্যু সংবাদ। বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক পত্রিকাগুলোর কয়েকটি প্রথম পৃষ্ঠায় এক কলামে ছবিসহ মৃত্যু সংবাদ

ছেপেই দায়িত্ব পালন করেছে। তাকে নিয়ে স্বজন, সতীর্থদের স্মৃতিচারণমূলক কোনো লেখা নেই, নেই তার ক্রীড়াজীবন নিয়ে। ভুল মানুষের হয়, ভুল মানুষ করে কিন্তু খুব কম মানুষ নিজের ভুলের জন্য ক্রনিয়ের মতো এতোটা প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। তারপরও আমার মতো কিছু কিছু মানুষ ক্রনিয়েকে মনে রাখবে। আমাদের ভালোবাসার ডালি সবসময় উজাড় করে দেব তার পুণ্য স্মৃতির স্মরণে।

মনোজ ভৌমিক
কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

এ কোন স্বদেশ!

প্রতিদিন পত্রিকায় শিরোনাম পড়তে হয় খুন হয়েছেন অমুক দলের নেতা, ওয়ার্ড কমিশনার, অমুক জায়গায় মহিলা বা কিশোরী ধর্ষিত, চাঁদাবাজদের দৌরাত্ম্যে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ বা চাঁদাবাজি করতে গিয়ে সংঘর্ষে খুন, অমুক জায়গা সন্ত্রাসের প্রেতপুরি! ভেবে পাচ্ছি না, আমরা কোন সমাজের বাসিন্দা? বিজ্ঞানের এ সভ্যযুগে আমরা ফিরে যাচ্ছি বর্বরতার আদিযুগে। চারদলীয় জোট সরকার গত সাধারণ নির্বাচনে সন্ত্রাস, খুন, রাহাজানি ও চাঁদাবাজি নির্মূলের প্রত্যয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে ক্ষমতাসীন হলো। গত সাত/আট মাসের শাসনে কোনো পরিবর্তন নেই বরং সামাজিক এ ব্যাধিগুলো আরো গতিশীল হয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে। জোট সরকারের শাসকরা শুধু বক্তৃতা দিচ্ছেন দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি লাগামহীন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতিতে অদৃষ্টবাদী হয়ে উঠছেন আর সরকার দমন-নিপীড়নের নয়া কালাকানুন তৈরিতে ব্যস্ত। গোটা জাতির দুর্ভোগ ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। মনে হয় আমরা যেন নরকবাসী।

Belal Uddin, Post Box NO-13267, 71953 Kaifan, Kuwait

উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চল বোর্ড

দেশের ১৬টি জেলার ১০৩টি উপজেলা নিয়ে বাংলাদেশের দ্বীপাঞ্চল অবস্থিত। শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান উপকূলীয় অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থার বৈষম্য কমিয়ে আনার লক্ষ্যে গঠন করেছিলেন উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চল বোর্ড। বোর্ডের গতিশীল কার্যক্রমে তখন উপকূলীয় অঞ্চলের ব্যাপক উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়েছিলো। উপকূলীয় অঞ্চল বিশেষ করে মহেষখালী, কুতুবদিয়া, সন্দ্বীপ, হাতিয়া, মনপুরা ও ভোলা দ্বীপসমূহের চাহিদাভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমসমূহ তখন হাতে নেয়া হয়েছিলো। কিন্তু পরবর্তীতে সামরিক সরকার ক্ষমতায় এসে উক্ত দ্বীপাঞ্চল বোর্ড বন্ধ করে দেয়। ফলে উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসীরা বঞ্চিত হয় চাহিদাভিত্তিক অংশগ্রহণমূলক উন্নয়ন কার্যক্রম থেকে। পুনরায় উপকূলীয় দ্বীপাঞ্চল বোর্ড গঠন করার জন্য আমরা নীতিনির্ধারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কল্লোল, স্বপ্না
ফুলবাগিচা, লালমোহন, ভোলা

দেশের জন্য

আমরা জনগণ আর স্বপ্ন দেখতে চাই না, স্বপ্নের বাস্তবায়ন দেখতে চাই। অতীতে কে কি ছিল এটা দেখার বিষয় না, বর্তমানে কি আছে আর ভবিষ্যতে কি হবে এটাই বড়। তাই দেশের সর্বস্তরের জনগণ ও সাপ্তাহিক ২০০০-এর পাঠকদের প্রতি অনুরোধ, আসুন আমরা একটি স্বনির্ভর দেশ গড়ে তোলার জন্য সহনশীল হই। দেশের বৃহৎ স্বার্থে ক্ষুদ্র স্বার্থগুলো ত্যাগ করি। নতুবা আমরা দেশের প্রতি অকৃতজ্ঞ থেকে যাব।

মৃদুল
ঈশ্বরগঞ্জ, ময়মনসিংহ

জেগে উঠুক

দেশের প্রায় সব সরকারি-আধাসরকারি ও দর্শনীয় স্থানের ভবনগুলো দীর্ঘদিন যাবৎ রঙ না করায় ভবনগুলো দেখলে মনে হয় জেগে জেগে ঘুমানোর মতো। ফলে কোনো বিদেশী বন্ধু দেশে বেড়াতে এলে আমাদের লজ্জায় পড়তে হয়। অথচ ভবনগুলো নতুন করে সাজসজ্জা দিয়ে সাজিয়ে তুলতে আমাদের ইচ্ছাই যথেষ্ট। তার প্রমাণ পাওয়া যায় পলিথিন নিষিদ্ধ করা থেকে। আসুন সবাই মিলে ভবনগুলো সাজিয়ে তুলি এবং আলোকিত করি আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি।

আকাশ
বগুড়া

প্রসঙ্গ যৌনকর্মী

বর্তমানে দেশে যৌনকর্মীর সঠিক সংখ্যা কত তা বলা দুষ্কর। যৌনকর্মীদের প্রতি সরকারের দৃষ্টি না দেবার কারণে তারা বিভিন্ন অপরাধের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ছে। সরকারের কোনো প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষ কি যৌনকর্মীদের সামগ্রিক বিষয়ে সক্রিয় দৃষ্টিপাত করতে পারে না?

সালাউদ্দিন রিজভী
কোরিয়া

ভূমি সংস্কার

এ দেশের শতকরা আশি জন মানুষকে কৃষি কাজের অনুকূলে আনার জন্য এবং পূর্বের ভূমির ওপর থেকে সব পুরনো নিয়মকানুন সংস্কার করে দারিদ্র্য দূরীকরণের কর্মসূচি অতীব জরুরি। রাজনীতির কথোপকথন, নিজেদের কারিশমা, কে কি বলে বা অতীতকে বাদ দিয়ে গরিব জনসাধারণের দিকে জোট সরকারের দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। জনগণ চায় উন্নয়ন। কে এলো ক্ষমতায়, কে গেল, এসব শহরে বসবাসরত অবসরপ্রাপ্ত বুদ্ধিজীবীদের ফালতু আলাপে জনগণের অবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের অর্থনীতিকে আরো সবল ও চাঙ্গা করার জন্য এবং কৃষক, গরিব কৃষক ও ভূমিহীনদের বাঁচাবার জন্য, দেশকে দাতানির্ভর

রুবেল হত্যা মামলার রায়

রুবেল হত্যা মামলার রায় হলো দীর্ঘ চার বছর পর। '৯৮ সালের ২৩ জুলাই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির তরুণ মেধাবী ছাত্র শামীম রেজা রুবেলকে বাড়ি থেকে ধরে আনে ডিবি পুলিশ। পুলিশের মধ্যযুগীয় নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করে রুবেল। রুবেলকে ধরে আনার এবং নির্যাতনের নির্দেশ দিয়েছিলেন তৎকালীন এসি ডিবি আকরাম হোসেন। পুত্রশোকে মারা গেছেন রুবেলের বাবা। দেখে যেতে পারেননি পুত্র হত্যার বিচার। রুবেলের মা এই বিচারের রায় মেনে নিতে পারেননি। অনেকের মতো আমাদেরও প্রশ্ন, রুবেল হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িতদের অন্তত একজনকেও কি ফাঁসি দেয়া যেতো না?

আনোয়ার হোসেন, সরদার কলোনি, কমলাপুর

টোকাই

মেরুদণ্ডহীন অর্থনীতি থেকে মুক্ত করার জন্য ভূমি সংস্কারের কাজটি খুব বেশি প্রয়োজনীয় এজেন্ডা।

চৌঃ মুঃ মুস্তাকিম টিটু
চট্টগ্রাম

শিশু নিরাপত্তা

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া যখন নিউইয়র্কে জাতিসংঘের শিশু সংক্রান্ত বিশেষ অধিবেশনে গলা ফাটিয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতি শিশুদের জন্য অহিংস ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য বলছিলেন, তখন কি আমাদের প্রধানমন্ত্রী জানতেন না যে, তারই দেশে একজন শিশু তার পরম আশ্রয় মা-বাবার কোলটিতেও নিরাপদ নয়! ছোট ফুলটির নাম নওশীন, বয়স মাত্র দেড় বছর। ভালো করে হাঁটতেও শেখেনি। হঠাৎ করে সন্ত্রাসীদের ছোঁড়া একটি বুলেট এসে লাগে শিশু নওশীনের ছোট মাথায়, মুহূর্তেই সে মাথা এলিয়ে দেয় বাবার বুকে। ছোট পাখি নওশীন তার অতি আপন আশ্রয় বাবার বুকে জড়িয়ে ছিল। হয়তো সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছে। এমনি করে নওশীনের চলে যাওয়া যে কত কষ্টের, জাতির জন্য কত লজ্জার, কত ঘৃণার, তা-কি আমাদের প্রধানমন্ত্রী বুঝবেন?

ইমতিয়াজ
কাঞ্চন, বিরল, দিনাজপুর

ভিসা সংকট

দীর্ঘদিন যাবৎ কুয়েত সরকার বাংলাদেশীদের জন্য ভিসা ইস্যু স্থগিত রেখেছে একমাত্র কম বেতনের ঝাড়ুদার (ক্লিনার)-এর ভিসা ছাড়া। কথা হলো, কুয়েত সরকার যদি বাংলাদেশীদের জন্য ভিসা বন্ধ করে দেয় তাহলে সব ভিসাই বন্ধ হোক, আর না হয় সব রকমের ভিসা খুলে দেয়া হোক, শুধু ক্লিনার নয়। এসব ক্লিনার ২৫/২৮ দিনার মাসিক বেতনে আসে, কখনও বেতন নিয়মিত পায় না। মাসে খাওয়া খরচ লাগে কম করে হলেও ১৩/১৫ দিনার। এরপর আর বাঁচে কি? সুতরাং বেছে নিচ্ছে অবৈধ পন্থা। এতে ক্রাইমের তালিকায় বাংলাদেশীদের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। সবরকম ভিসা চালু করেন না হয় ক্লিনার ভিসায় লোক দেয়া হবে না, মর্মে সরকারিভাবে কুয়েত সরকারকে অবহিত করা হোক। আমাদের দেশ কি শুধু ক্লিনারের জন্য?

GIAS UDDIN, P.O. Box- 21269
SAFAT, KUWAIT.

অন্ধকার থেকে মুক্তি

মুসলমানদের পাশে দাঁড়ানোর মতো কোনো রাষ্ট্র বা ব্যক্তি নেই। ইসরায়েল বিজ্ঞান প্রযুক্তিতে উন্নত। অর্থ ও সামরিক বিজ্ঞানে শ্রেষ্ঠ। পক্ষান্তরে আরব বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষ অশিক্ষিত, অজ্ঞ ও মূর্খ। আরবের কোনো দেশে গণতন্ত্র নেই, নির্বাচিত সরকার নেই। বেশির ভাগ বাদশাহ-শেখ-সামরিক একনায়কগণ। ইসরায়েলে নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হয়। এজন্য তারা গর্ব করে বলে- মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র গণতান্ত্রিক দেশ। আমাদের মতে, ইসরায়েল একটি বর্ণবাদী ধর্মীয় মৌলবাদী দেশ। যারা অইহুদিদের ঘৃণা করে। সুতরাং ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়তে হলে আরব দুনিয়ায় শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। আরবরা যেদিন ট্যাঙ্ক-বিমান-মিসাইল তৈরি করতে পারবে, সেদিন ইসরায়েলের পতন হবে। ফিলিস্তিনিদের আর পাথর ছুঁড়তে হবে না। আরব সাগর এমনকি ইন্দোনেশিয়ার ক্ষুদ্র দ্বীপ থেকে দূরপাল্লার মিসাইল গিয়ে ইসরায়েলের তেলআবিব, হাইফা কিংবা পশ্চিম জেরুজালেমে আঘাত হানবে। এজন্য চাই সামরিক প্রযুক্তির শিক্ষা। মুসলিম বিশ্বে বিজ্ঞান-প্রযুক্তি শিক্ষা জনপ্রিয় করতে হবে। মাদ্রাসার মোল্লা-মৌলভী নয়, বিজ্ঞানীরাই মুসলমানদের রক্ষা করবে।

সাইফুল ইসলাম
পটিয়া, দক্ষিণ চট্টগ্রাম

বি টি টি বি'র মো বা ই ল

গত কয়েক বছর ধরেই শোনা যাচ্ছে বিটিটিবি মোবাইল ছাড়বে। এই সুযোগে বিটিটিবি'র কতিপয় কর্মচারী-কর্মকর্তা অনেক গ্রাহকেরই টাকা হাতিয়ে নেয় মোবাইল ফোনের সংযোগ দেয়ার নাম করে। ২০০১-এ বিটিটিবি মোবাইল নেটওয়ার্ক স্থাপনের জন্য আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বান করে। প্রথম এবং দ্বিতীয়বার দরপত্র বাতিলের পর বিটিটিবি তৃতীয়বারের মতো দরপত্র আহ্বান করছে। এভাবে বার বার দরপত্র আহ্বান করা এবং বাতিল করার মধ্য দিয়ে এটাই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, এখানে অন্য ব্যাপার-স্যাপার আছে। মোট তিনটি পর্যায়ে বিটিটিবি সারা দেশে ছয় লাখ মোবাইল ছাড়বে। নয়শ' কোটি টাকার এই প্রকল্প সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের অধীনে বাস্তবায়ন করতে চায় বিটিটিবি। গত সরকারের আমলে অনেক প্রকল্পই এ ধরনের ঋণের সাহায্যে বাস্তবায়ন করা হয়। কিন্তু এ ধরনের ঋণের সাহায্যে নিতে গেলে সুদের হার অত্যন্ত বেশি দিতে হয়। দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে বলে বর্তমান অর্থমন্ত্রী গত সরকারের আমলে সম্পাদিত এ ধরনের চুক্তিগুলো বাতিল করেছেন। এখন সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের অধীনে বিটিটিবি'র নয়শ' কোটি টাকার এই প্রকল্পে কি সম্মতি দেবেন অর্থমন্ত্রী সাইফুর রহমান?

হোসাইন মুহাম্মদ ইফতেখারুল হক, শীতল মাল্টি ট্রেড
ইন্টারন্যাশনাল, নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা

ফোরাম ২০০০-এ চিঠি ১২৫ শব্দের উপর না হওয়াই ভালো। এক পাতায় পরিষ্কার হাতের লেখা ও পুরো নাম-ঠিকানা দেবেন। ঠিকানা না ছাপতে চাইলে পুরো ঠিকানা অন্যত্র লিখবেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জানাবেন। চিঠি পাঠাবার ঠিকানাঃ
ফোরাম, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

আবার কাটপিস

বন্ধুদের মুখে অভিযোগ শুনে পরপর দু'টি বাংলা ছবি দেখে আমার রীতিমতো আক্কেল গুড়ুম। সম্প্রতি দিনাজপুর জেলা শহরে 'ভন্ড ওঝা' আর 'ওদের ধর' ছবি দুটি প্রদর্শিত হয়ে গেল। একই সঙ্গে প্রশাসনের নাকের ডগার ওপর দিয়ে প্রদর্শিত হলো অশ্লীল কাটপিস। ছবি দুটিতে অশ্লীল কাটপিসের প্রদর্শনের মাত্রা দেখে আশ্চর্য হয়েছি। প্রশাসন না হয় নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে, কিন্তু চলচ্চিত্রের সংশ্লিষ্ট মহলও কি এভাবে কাটপিস প্রদর্শনের খবর রাখেন না? লোক দেখানো নিষেধাজ্ঞা আর কতদিন?

বিশ্বজিৎ দাস, নিমনগর,
বালুবাড়ি, দিনাজপুর-৫২০০

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি

ধর্ষণের খবর প্রতিদিনকার পত্রিকাতেই প্রকাশ পায়। কিন্তু যারা এসব অপকর্মের জন্ম দেয় সেসব পশুর ফাঁসির খবর পাচ্ছি না কেন? মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ, এসব ধর্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিন, যা দেখে ধর্ষিত মা-বোনেরা অন্তত মানসিক স্বস্তিটুকু পায়।

রৌশনারা ইসলাম (শিউলী)
সরকারি জিয়া মহিলা কলেজ, ফেনী